সংবাদ

ঢাকা ঃ রোববার ১৩ই বৈশাখ ১৪০৫ | Dhaka Sunday 26 April 1998

চট্টগ্রামে দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলার প্রদর্শনী শুরু

চট্টগ্রাম থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ঃ "আমাদের তরুণ চিত্রকরেরা এই অস্থির সময়ে জীবনের যন্ত্রণা ও জীবনের বহুকৌণিক দিককে যে শিল্পিত সুষমায় উন্মোচিত করেছেন– এ চিত্রকলা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দান করেছে। চট্টগ্রামের শিল্পীরাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন এবং দেশের মুখকে সমুজ্জ্বল করেছেন।

শিল্পকলা একাডেমি দেশের সূক্ষ্ম শিল্পকলাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য যে প্রয়াস গ্রহণ করেছেন ধনবাদার্হ।" দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এ কথা বলেন। গতকাল (শনিবার) আর্ট কলেজ সংলগ্ন নবনির্মিত গ্যালারিতে এ প্রথম ঢাকার বাইরে একটি বড় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশজ মৃত্তিকার মধ্যেই শিল্পের উপাদান রয়েছে। আমাদের নবীন শিল্পীরা এই উপাদান থেকে রস সংগ্রহ করে শিল্প আন্দোলনকে বেগবান করছে। সরকার এ ব্যাপারে সকল রকম সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আছে। বাঙালি সংস্কৃতি নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

অনুষ্ঠানে শিল্পী আমিনুল ইসলাম বলেন, চার দশকের নিরবচ্ছিন্ন চর্চার ফসল চট্টগ্রামেও শিল্প আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, এ অস্থির সময়েও আমাদের চিত্রকরদের পক্ষে স্বাধীনতা–উত্তরকালের জীবন জিজ্ঞাসা আছে। জীবনের শিল্পিত প্রতিফলন আছে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলার মধ্য দিয়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের স্বপ্ন দেখছিলেন।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী আরো বলেন, আজ যুব মানস দিকভ্রান্ত। সন্ত্রাসের শিকার হলেও অন্যদিকে এই নবীন প্রজন্মই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাকে বেগবান করছে। শুধু চারুকলা নয়– নাটক, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অন্যান্য অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করেছে।

শিক্ষাবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, এই দুঃসময়ে চট্টগ্রামের নতুন গ্যালারিতে যে প্রদর্শনী তা সাংস্কৃতিক চর্চায় ইতিবাচক প্রভাবফেলবে।

অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সুধীর চৌধুরী বলেন, নবনির্মিত চট্টগ্রাম গ্যালারিতে দেশের ১৭৭ জন নবীন শিল্পীর ২২৭টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে।

শিল্পী আবু তাহের দ্বাদশ নবীন চারুকলা প্রদর্শনী পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ১৯৯৮ নবীন শিল্পী পুরস্কার ঃ মোহাম্মদ ইকবাল। ভোরের কাগজ পুরস্কার ঃ ওসমান পাশা চিত্রকলা, মাহবুবুর রহমান ভাস্কর্য, রুজভেল্ট রেঞ্জামিন ডি রোজারিও ছাপচিত্র। সম্মান পুরস্কার পেলেন, দুলু সজল বসাক, মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, সামিনা এম করিম, মোহাম্মদ আবদুস সোবহান হীরা ও গোলাম মশিউর রহমান চৌধুরী।

ভোরের কাগজ

ঢাকা রোববার
১৩ বৈশাখ ১৪০৫
২৮ জিলহজ ১৪১৮
২৬ এপ্রিল ১৯৯৮

চট্টগ্রামে পক্ষকালব্যাপী নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী শুরু

চট্টগ্রাম অফিস : উৎসবমুখর পরিবেশে ও নবীন-প্রবীণ খ্যাতনামা শিল্পীদের পদচারণার মধ্য দিয়ে গতকাল থেকে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজে পক্ষকালব্যাপী দ্বাদশ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী '৯৮-এর শুরু হয়েছে। যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য 'নবীন শিল্পী পুরস্কার '৯৮' পেয়েছেন মোহাম্মদ ইকবাল।

সারা দেশের ১৭৭ জন সৃজনশীল চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের ২২৭টি শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকার বাইরে এই প্রথম এ ধরনের জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চট্টগ্রামসহ সারা দেশে তরুণ শিল্পপ্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। তাদেরকে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে খুব শিগগিরই একটি গ্যালরির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বলেন যে, অচিরেই শিল্পী নভেরা আহমদকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক আজাদ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন, প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খান, কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কলামিস্ট ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কে এম হাবিবুল্লাহ, শিল্পী শফিকুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তার বক্তৃতায় চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের অগ্রগতি নিয়ে কথা বললে ভাস্কর আবদুল্লাহ খালিদ আপত্তি করেন। তিনি দাবি করেন এই বক্তব্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অপ্রাসঙ্গিক। এ সময় দর্শকশ্রোতাদের সমর্থন পেলেও মুনতাসীর মামুন তার বক্তৃতা থামিয়ে দেন। পরে শিল্পী হাশেম খান অধ্যাপক মামুনের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম সফরকালেও তিনি এ ব্যাপারে তার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত মোহাম্মদ ইকবালকে ১টি ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও ২৫ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। ভোরের কাগজ-এর পক্ষ থেকে ৩টি মাধ্যমে ৩টি পুরস্কার দেওয়া হয়। চিত্রকলায় ওসমান পাশা, ভাস্কর্যে মাহবুবুর রহমান এবং ছাপচিত্রে রুজভেল্ট বেঞ্জামিন ডি রোজারিও এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন। এরা প্রত্যেকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও ১৫ হাজার টাকা পেয়েছেন। এছাড়া ৬ জন নবীন শিল্পীকে সম্মান পুরস্কারও প্রদান করা হয়। এদের প্রত্যেকে ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র ছাড়াও ৫ হাজার করে টাকা পেয়েছেন। তারা হলেন, তাসাদ্দুক হোসেন দুলু, সজল বসাক, মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, সামিনা এম করিম, মোহাম্মদ আবদুস সোবহান হীরা ও গোলাম মশিউর রহমান চৌধুরী।

নবীন শিল্পী পুরস্কার-৯৮ বিজয়ী মোহাম্মদ ইকবাল তার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত খুশি। তিনি জানান, ইতিপূর্বে '৯৪ সালেও শ্রেষ্ঠ নবীন শিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কার পাওয়ায় কাজের প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। ঢাকার বাইরে এ ধরনের আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে করে সারা দেশেই শিল্প আন্দোলন বেগবান হবে এবং শিল্পচর্চা বিকশিত হবে। আগামী বছরই কমনওয়েলথের উদ্যোগে এই নবীন শিল্পীর একক প্রদর্শনী হবে বলে তিনি জানান।